I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

*Research Article*

# অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়: স্থিতিশীল শিক্ষায় সাম্যের পথে একটি দিশা

**Arabinda Dey**
SACT-1, Nikhil Banga Sikshan Mahavidyalaya, Bishnupur, Bankura, West Bengal, India

**Corresponding Author:** *Arabinda Dey

**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.19511716

**সারসংক্ষেপ**

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) এবং সামাজিক ন্যায় (Social Justice) একটি ন্যায্য ও স্থিতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য এবং বিদ্যমান বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে এমন শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে, যা সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ ও সুযোগ নিশ্চিত করতে সক্ষম।

এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কীভাবে এগুলি শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে, তা অন্বেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি গুণগত ও বর্ণনামূলক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে বই, গবেষণা প্রবন্ধ এবং নীতিনির্ধারণী নথি প্রভৃতি গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ কৌশল—যেমন ভিন্নধর্মী নির্দেশনা , সহযোগিতামূলক শিখন এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল শিক্ষণ—শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি গড়ে তোলে। পাশাপাশি, সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা বিকাশে সহায়তা করে।

তবে কঠোর পাঠ্যক্রম, পরীক্ষামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, প্রযুক্তিগত বৈষম্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পক্ষপাতের মতো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এখনও কার্যকর বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক স্থিতিশীলতাকে গুরুত্ব দিতে হবে, যেখানে সমতা ও অন্তর্ভুক্তি হবে কেন্দ্রীয় উপাদান।

সর্বোপরি, শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষক উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সমন্বয়ে একটি সমগ্রতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি—এই বিষয়টি এই গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

**Manuscript Information**

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 01-11-2024
- **Accepted:** 25-12-2024
- **Published:** 30-12-2024
- **IJCRM:3**(6); 2025: 276-281
- **©2024, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

**How to Cite this Manuscript**

Dey A. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়: স্থিতিশীল শিক্ষায় সাম্যের পথে একটি দিশা. International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary. 2024;3(6): 276-281.

**মূল শব্দঃ** অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণপদ্ধতি; সামাজিক ন্যায়; স্থিতিশীল শিক্ষা; শিক্ষায় সাম্য; শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তি; সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল শিক্ষণ; রূপান্তরমূলক শিখন



© 2024 Arabinda Dey. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## 1. ভূমিকা

শিক্ষা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক রূপান্তরের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সমতা ও ন্যায় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা এখনও সমভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বিশ্বায়ন, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আগের তুলনায় অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়—যখন স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে সংযুক্ত হয়—তখন তা বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং দীর্ঘমেয়াদি সমতা ও মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর পথ নির্দেশ করে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের শারীরিকভাবে শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এমন এক শিখন পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে, যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেকে মূল্যবান, সম্মানিত এবং সমর্থিত বলে অনুভব করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি, ভাষা এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণ-পদ্ধতি নির্মাণের ওপর জোর দেয়, যা এই বৈচিত্র্যকে ধারণ ও উদযাপন করতে সক্ষম (Ainscow, 2020)। অন্যদিকে, শিক্ষায় সামাজিক ন্যায়ের ধারণা ন্যায়সঙ্গততা, সমান সুযোগ এবং প্রান্তিক ও বঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য সুযোগের পুনর্বণ্টনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে (Rawls, 1971)। এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে শিক্ষা একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও মুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা অর্জন করে।

স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষা এই আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করে, কারণ এটি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যক্তি, সমাজ এবং পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে। সাধারণত স্থিতিশীল উন্নয়নকে পরিবেশগত বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত করা হলেও, এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক স্থিতিশীলতা, যার মধ্যে সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায় মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় (UNESCO, 2017)। সুতরাং, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের সমন্বয় স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে শিখন প্রক্রিয়া কেবল বর্তমানেই কার্যকর হয় না, বরং একটি অধিক ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্মাণেও সহায়তা করে।

তবে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন সহজ নয়। কাঠামোগত বৈষম্য, সীমিত সম্পদ, কঠোর পাঠ্যক্রম এবং গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক পক্ষপাত এই লক্ষ্য অর্জনের পথে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকরা পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিফলনমূলক, সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষণ-পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তারা এই বাধাগুলি অতিক্রম করতে সক্ষম হন (Banks, 2015)। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সহমর্মিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তারা সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তুলতে সহায়তা করেন।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং কীভাবে এদের সমন্বয় শিক্ষায় সমতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে তা তুলে ধরা। এর মাধ্যমে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা, বাস্তব সমস্যার চিহ্নিতকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক শিখন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কার্যকর কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে। সর্বোপরি, এই গবেষণা একটি সমগ্রতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে, যেখানে কেবল একাডেমিক সাফল্য নয়, বরং মর্যাদা, সমতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্যবোধও সমান গুরুত্ব পায়।

## 2. সাহিত্য পর্যালোচনা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আলোচনাগুলি সময়ের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। এই আলোচনায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে বৈচিত্র্য, বৈষম্য এবং স্থিতিশীলতার চ্যালেঞ্জগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়। গবেষক এবং নীতিনির্ধারকরা ক্রমশ এমন শিক্ষণ-পদ্ধতির পক্ষে মত প্রকাশ করছেন, যা সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমতাভিত্তিক এবং অর্থবহ শিখন নিশ্চিত করতে সক্ষম।

Ainscow (2020)-এর মতে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা শিক্ষণ-পদ্ধতিকে এইভাবে রূপান্তরিত করতে চায় যাতে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়, বিশেষত যারা বঞ্চনার ঝুঁকিতে রয়েছে। এখানে বৈচিত্র্যকে একটি সমস্যারূপে না দেখে সম্পদ (asset) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Florian এবং Black-Hawkins (2011) আরও উল্লেখ করেন যে, শিক্ষণ এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাতে তা সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য হয়; আলাদা আলাদা ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করাই প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

শিক্ষায় সামাজিক ন্যায়ের ধারণা মূলত সমালোচনামূলক শিক্ষণ তত্ত্বের (critical pedagogy) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিশেষত Freire (1970) তাঁর 'critical consciousness'-এর ধারণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং তা প্রতিহত করার মানসিকতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। একইভাবে, Rawls (1971) সুযোগের ন্যায্য বণ্টনের ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে Apple (2013) এবং Giroux (2011) শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও মতাদর্শের প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা কেবল জ্ঞান প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াও বটে।

স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষা, যা UNESCO (2017)-এর Education for Sustainable Development ধারণার সঙ্গে যুক্ত, তা এখন কেবল পরিবেশগত বিষয়েই সীমাবদ্ধ নেই; বরং এর পরিধি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। Sterling (2001) রূপান্তরমূলক শিখনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে এবং যা অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায়ের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Tikly এবং Barrett (2011) এবং Unterhalter (2019) তাঁদের গবেষণায় সমতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং স্থিতিশীলতার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন, বিশেষত বৈশ্বিক লক্ষ্য


© 2024 Arabinda Dey. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

যেমন SDGs অর্জনের ক্ষেত্রে। তবে এইসব ইতিবাচক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কার্যকর বাস্তবায়নের পথে এখনও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এর মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অনমনীয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক পক্ষপাত (Sharma & Sokal, 2016)।

সর্বোপরি, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। পাশাপাশি, শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি সমতা অর্জনের জন্য একটি রূপান্তরমূলক এবং সামগ্রিক (systemic) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

## 3. গবেষণার ফাঁক

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষাকে নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা থাকা সত্ত্বেও, এই ক্ষেত্রগুলিকে অধিকাংশ সময় আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; এদের সমন্বিত প্রয়োগের ওপর তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, এমন প্রমাণভিত্তিক (empirical) গবেষণার অভাব লক্ষ্য করা যায়, যেখানে দেখানো হয়েছে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-পদ্ধতি কীভাবে কার্যকরভাবে সামাজিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে পারে, বিশেষ করে বৈচিত্র্যময় এবং উন্নয়নশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে।

এছাড়াও, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষণ বাস্তবায়নে শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নীতিনির্ধারণী কাঠামো এবং শ্রেণিকক্ষের বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে একটি স্পষ্ট ব্যবধান বিদ্যমান, যেখানে কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, কঠোর পাঠ্যক্রম এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পক্ষপাতের কারণে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক নীতিগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

অন্যদিকে, স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত দিকটি অধিক গুরুত্ব পেলেও, সামাজিক স্থিতিশীলতার দিক—বিশেষত সমতা ও অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন—তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বর্তমান গবেষণাটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করে শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান এই ফাঁকগুলি পূরণের চেষ্টা করেছে।

## 4. গবেষণার উদ্দেশ্য

- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা, যা সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক।
- শিক্ষায় সামাজিক ন্যায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা, যা ন্যায্যতা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করা।
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি, সমতা এবং স্থিতিশীলতার সমন্বয়ের জন্য কার্যকর কৌশল প্রস্তাব করা।

## 5. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি গুণগত ও বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে গৌণ তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় মূলত বিদ্যমান সাহিত্যসমূহের একটি বিস্তৃত পর্যালোচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে, যার মধ্যে বই, peer-reviewed journal article, নীতিনির্ধারণী নথি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার ধারণা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করে।

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সমতা, অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষকের ভূমিকা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করে সেগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে অর্থবহ ফলাফল উপস্থাপন করা যায়।

তথ্যসূত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সাম্প্রতিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে গবেষণার ফলাফল বিশ্বাসযোগ্য হয়। যদিও এই গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি, তবুও এটি বিদ্যমান জ্ঞানের একটি সমালোচনামূলক সমন্বয় উপস্থাপন করে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষণকে স্থিতিশীল উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান ফাঁক, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য কৌশল চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

## 6.অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার জন্য শিক্ষণ কৌশল:

কার্যকর শিক্ষণ-পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাগুলিকে বাস্তব শ্রেণিকক্ষের প্রয়োগে রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নলিখিত কৌশলগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং এগুলি সমতাভিত্তিক ও অর্থবহ শিখন অভিজ্ঞতা গড়ে তুলতে সহায়ক—

- **অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন:** অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখনকে গুরুত্ব দেয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। এর ফলে গভীর অনুধাবন, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এটি বিভিন্ন শিখনধারাকে গ্রহণ করে এবং শিখনকে আরও সহজলভ্য ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে (Kolb, 1984)। পাশাপাশি, বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে সামাজিক ন্যায়ের চেতনা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতেও সহায়তা করে।
- **সহযোগিতামূলক শিখন :** সহযোগিতামূলক শিখনে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে কাজ করে নির্দিষ্ট শিখন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান এবং বিভিন্ন মতামতের আদান-প্রদান ঘটে। এই কৌশল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর অবদানকে মূল্যায়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে (Vygotsky, 1978)। পাশাপাশি, এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে, যা


© 2024 Arabinda Dey. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ন্যায়ভিত্তিক ও স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

- **প্রতিফলনমূলক অনুশীলন:** প্রতিফলনমূলক অনুশীলন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই তাদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে উৎসাহিত করে। এর ফলে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। Schön (1983)-এর মতে, প্রতিফলনমূলক শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিকক্ষের চাহিদার সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে মানিয়ে নিতে পারেন এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হন। এই পদ্ধতি সামাজিক ন্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—সমালোচনামূলক চেতনা গড়ে তুলতে সহায়ক।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ অনুশীলন :** অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে শিক্ষণ-পদ্ধতি, পাঠ্যবস্তু এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। এর মধ্যে ভিন্নধর্মী নির্দেশনা, নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল শিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতিগুলি কোনো শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত হতে দেয় না এবং সকলের জন্য সমান সাফল্যের সুযোগ সৃষ্টি করে (Florian & Black-Hawkins, 2011)। শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
- **সামাজিক মেলবন্ধন:** সামাজিক মেলবন্ধন শ্রেণিকক্ষের শিখনকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত করে। এর মাধ্যমে পরিবার, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে ওঠে, যা শিক্ষাকে আরও বাস্তবমুখী ও কার্যকর করে তোলে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং সক্রিয় নাগরিকত্ব গড়ে তোলে (Freire, 1970)। পাশাপাশি, এটি বাস্তব সামাজিক সমস্যার সমাধানে শিক্ষার ভূমিকা জোরদার করে এবং স্থিতিশীল সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

## 7. গবেষণার ফলাফল

সাহিত্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় হয় যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয় শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে। ভিন্নধর্মী নির্দেশনা এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল শিক্ষণের মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, আগ্রহ এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি বৃদ্ধি করে, যা একাডেমিক ও সামাজিক-মানসিক উভয় দিকেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে (Florian & Black-Hawkins, 2011)। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে অন্তর্ভুক্তি শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠার একটি অপরিহার্য উপাদান।

সামাজিক ন্যায়ও এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি ন্যায্যতা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। যখন এটি শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে, যা তাদের সামাজিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে (Freire, 1970)। অন্যদিকে, স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষা পরিবেশগত দিকের পাশাপাশি সামাজিক স্থিতিশীলতাকেও গুরুত্ব দেয়, যেখানে অন্তর্ভুক্তি ও সমতা মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ধরনের শিক্ষণ সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের মতো মূল্যবোধ গড়ে তোলে (UNESCO, 2017)।

তবে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখনও বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে, যেমন—শিক্ষানীতির সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগের অসামঞ্জস্য, অনমনীয় পাঠ্যক্রম, অতিরিক্ত ভিড়যুক্ত শ্রেণিকক্ষ, পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রস্তুতির অভাব এবং গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পক্ষপাত (Sharma & Sokal, 2016)। এইসব বাধা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতির কার্যকর বাস্তবায়নকে সীমিত করে দেয়।

সর্বোপরি, এই গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে শিক্ষায় সমতা অর্জন একটি সমগ্রতামূলক প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষক ক্ষমতায়ন, পাঠ্যক্রম সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সামাজিক মেলবন্ধনর সমন্বয় প্রয়োজন। এটি একটি ধারাবাহিক এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যা দীর্ঘমেয়াদে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক।

## 8. সমস্যাসমূহ

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার কার্যকর সমন্বয় বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাসঙ্গিক চ্যালেঞ্জের কারণে ব্যাহত হয়। প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি নিম্নরূপ—

- **পাঠ্যক্রমগত সীমাবদ্ধতা :** কঠোর ও মানকীকৃত পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা প্রদান করে না। এই ধরনের পাঠ্যক্রমে সাধারণত একরূপ বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ওপর জোর দেওয়া হয়, যার ফলে ভিন্নধর্মী নির্দেশনা প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে বিভিন্ন সক্ষমতা ও পটভূমির শিক্ষার্থীরা শিখন প্রক্রিয়া থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারে না (Florian & Black-Hawkins, 2011)।
- **পরীক্ষামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা:** পরীক্ষা ও মানক মূল্যায়নের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সমগ্রতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিসর সংকুচিত হয়ে পড়ে। শিক্ষকরা অনেক সময় পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ করা এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বেশি মনোযোগ দেন, যার ফলে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক সচেতনতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এই পরীক্ষাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমতা ও অর্থবহ শিখনের মূলনীতির পরিপন্থী (Apple, 2013)।
- **সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যজনিত সমস্যা:** বৈচিত্র্যময় শ্রেণিকক্ষে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, যা সংবেদনশীলভাবে পরিচালনা না করলে বঞ্চনার কারণ হতে পারে। সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভাব এবং পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রান্তিক করে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল শিক্ষণ অপরিহার্য, যাতে বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে সম্মান ও মূল্যায়ন করা যায় (Banks, 2015)।


© 2024 Arabinda Dey. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- **প্রযুক্তিগত প্রভাব:** প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে উন্নত করার সম্ভাবনা রাখলেও, ডিজিটাল সম্পদের অসম প্রাপ্যতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বিভাজন শিখনের সুযোগে বৈষম্য সৃষ্টি করে। তদুপরি, যথাযথ শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার অর্থবহ শিখনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে (UNESCO, 2017)।
- **প্রশিক্ষণের অভাব:** অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা হলো শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। অনেক শিক্ষক বৈচিত্র্যময় শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিতে ভোগেন। যথাযথ পেশাগত উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না (Sharma & Sokal, 2016)।

## 9. সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় এবং স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয় জোরদার করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি প্রদান করা যায়—

- ✓ **শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করা:** শিক্ষক প্রস্তুতি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল শিক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়ের নীতিগুলির উপর বিস্তৃত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পাশাপাশি, ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকদের বাস্তব দক্ষতা উন্নয়ন করা প্রয়োজন (Sharma & Sokal, 2016)।
- ✓ **পাঠ্যক্রম সংস্কার:** পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যাতে তা বৈচিত্র্য, সমতা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে প্রতিফলিত করে। বাস্তব জীবনের বিষয়, বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নমনীয় শিখন-পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষা আরও প্রাসঙ্গিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে (Banks, 2015)।
- ✓ **প্রতিফলনমূলক ও সমালোচনামূলক শিক্ষণ উৎসাহিত করা:** শিক্ষকদের এমন শিক্ষণ-পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত, যা তাদের নিজস্ব পক্ষপাত ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে সমতাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ গড়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চেতনা বিকাশ পায় (Schön, 1983)।
- ✓ **প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বৃদ্ধি করা:** বিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় সম্পদ, অবকাঠামো এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের আকার হ্রাস, সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং উপযুক্ত শিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- ✓ **নীতি ও বাস্তব প্রয়োগের ব্যবধান কমানো:** শিক্ষানীতি এবং শ্রেণিকক্ষের বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। কার্যকর মনিটরিং এবং দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত, যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক নীতিগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়।
- ✓ **সমতা ও পারস্পরিক সম্মানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা:** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে বৈচিত্র্য, পারস্পরিক সম্মান এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি বৈষম্য হ্রাসে সহায়তা করে।

## 10. উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের সমন্বয়, যখন স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তা শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী ও অপরিহার্য পথ প্রদান করে। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, অন্তর্ভুক্তি কেবল শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি অর্থবহ অংশগ্রহণ, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এবং এমন একটি সহায়ক শিখন পরিবেশ গড়ে তোলার সঙ্গে যুক্ত, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে।

সামাজিক ন্যায়ের নীতির সঙ্গে সংযুক্ত হলে শিক্ষা একটি রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়, যা শিক্ষার্থীদের বৈষম্য চিহ্নিত করতে এবং তা মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম করে। পাশাপাশি, স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষা কেবল পরিবেশগত দিকেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সামাজিক স্থিতিশীলতাকেও গুরুত্ব দেয়, যেখানে সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং নৈতিক দায়বদ্ধতা কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ, সহযোগিতামূলক শিখন এবং সামাজিক মেলবন্ধন এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি সহমর্মিতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সক্রিয় নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটায়।

তবে এই আদর্শগুলির বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা প্রয়োজন, যেমন—নীতির সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগের ব্যবধান, শিক্ষকদের সীমিত প্রস্তুতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষক ক্ষমতায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

সর্বোপরি, শিক্ষায় সমতা অর্জন একটি ধারাবাহিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের নীতিগুলিকে স্থিতিশীল উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যমে একটি আরও ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক এবং ভবিষ্যতমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব—যা কেবল জ্ঞান প্রদান করে না, বরং ব্যক্তি ও সমাজকে ইতিবাচকভাবে রূপান্তরিত করে।

## তথ্যসূত্র

1. Ainscow M. Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. Nord J Stud Educ Policy. 2020;6(1):7–16.
2. Apple MW. Can education change society? New York: Routledge; 2013.
3. Banks JA. Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. 6th ed. New York: Routledge; 2015.


© 2024 Arabinda Dey. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. Florian L, Black-Hawkins K. Exploring inclusive pedagogy. Cambridge J Educ. 2011;41(4):495–510.
5. Freire P. Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum; 1970.
6. Giroux HA. On critical pedagogy. New York: Continuum; 2011.
7. Kolb DA. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall; 1984.
8. Rawls J. A theory of justice. Cambridge (MA): Harvard University Press; 1971.
9. Schön DA. The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books; 1983.
10. Sharma U, Sokal L. Can teachers' self-efficacy, concerns, and attitudes toward inclusion predict their actual inclusive classroom practices? Australas J Spec Educ. 2016;40(1):21–38.
11. Sterling S. Sustainable education: Re-visioning learning and change. Totnes (UK): Green Books; 2001.
12. Tikly L, Barrett AM. Social justice, capabilities and the quality of education in low-income countries. Int J Educ Dev. 2011;31(1):3–14.
13. UNESCO. Education for sustainable development goals: Learning objectives. Paris: UNESCO Publishing; 2017.
14. Unterhalter E. The many meanings of quality education: Politics of targets and indicators in SDG 4. Global Policy. 2019;10(S1):39–51.

**Creative Commons (CC) License**

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



© 2024 Arabinda Dey. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/